দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ APR. 1 1 1999
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৬

76

নোট বইপ্রীতি

রেশমা পারভীন সবে নবম শ্রেণীতে উঠেছে। সাতক্ষীরার দেবহাটা থানার এক • চমৎকার গোছানো গ্রাম টাউন শ্রীপুর। ঐতিহ্যবাহী আদি গ্রাম হিসাবে শিক্ষায়-সংস্কৃতিতে গ্রামখানি বেশ উন্নত। পুরনো নাম করা সব স্কুল। এগুলোর একটাতেই পড়ে রেশমা। তখন প্রথম সাময়িক পরীক্ষা চলছে। খুব মনোযোগ দিয়ে পড়ছে রেশমা। রং-বেরঙের মোটা ওজনদার সব বই। আগ্রহ নিয়ে বইটা তুলে ধরতেই দেখা গেল নোট বই। মূল পাঠ্যবই কোথায় প্রশ্ন করলে রেশমা জানায়, "ওগুলো তো লাগে না। সে জন্য বাসায়ই রাখা থাকে। স্কুলে হয়ত গল্প পড়ানোর সময় দরকার হয় পরবর্তীতে আর লাগে না।" রেশমার এই নোট বইপ্রীতি দেখে অবাক হবার মতো কারণ খুব একটা নেই। কারণ পরিবেশই তার মধ্যে এই নির্ভরশীলতা তৈরি করে দিয়েছে। স্বাভাবিকভাবে একজন নবম শ্রেণীর ছাত্রী হিসাবে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা, পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিশ্লেষণ, পাঠ্যবিষয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা ও মতামত তৈরির যে প্রক্রিয়া তার মধ্যে গড়ে ওঠা উচিত ছিল তা সম্ভব হয়নি কেবলমাত্র সঙ্কুচিত সুযোগের অভাবে।

রেহানা পারভীন রুমা

সুযোগটা সীমিত এমন বললেও কম বলা হয়। আসলে সীমিত সুযোগকে ব্যবহার না করে উদ্দেশ্যমূলকভাবেই তার দুর্ব্যবহার করা হয়েছে তাদের হাতে নোট বই নামক নির্ভরশীলতার সহজ উপায় তুলে দিয়ে। রেশমা যে স্কুলে পড়ে সেখানে রয়েছে বিশাল এক লাইব্রেরী, জমিদার বাড়ির উপঢৌকন দেয়া পুরনো বহু বই রয়েছে সেখানে। অথচ রেশমা বা তার বন্ধুরা কখনও ওখানে ঢোকেনি। উল্টে দেখেনি কোন বইয়ের পাতা। লাইব্রেরীর মোটা মোটা বই রয়েছে কেবল উঁইপোকার কাটবার জন্য। কারণ স্কুল থেকে লাইব্রেরীর জন্য সময় নির্দিষ্ট নেই। কোন দিন লাইব্রেরীর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কেও কেউ ওদের বলেনি। খবরের কাগজ আসে বাজারের ক্লাবে। ফলে কার বাড়িতে ঝগড়া হলো, কোন্ ঘটনা ঘটল এগুলোর বাইরে রেশমার বাড়তি জ্ঞান শুধুমাত্র "বাবার চিংড়ি ঘেরের কি অবস্থা" সে প্রসঙ্গের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এই সীমাবদ্ধতা এমনিতেই সঙ্কুচিত করে দিচ্ছে প্রত্যন্ত গ্রামগুলোর ছেলেমেয়ের দৃষ্টিভঙ্গিকে। তারা স্কুল-কলেজে পড়ছে অথচ বাহ্যিক মানের দিক থেকে রয়ে যাচ্ছে অনেক পিছনে। পৃথিবীর কোথায় কি ঘটছে এ প্রসঙ্গে বইয়ের অবজেকটিভ ধরনের মুখস্থ উত্তরের বাইরে তেমন কিছুই জানা নেই। ছেলেদের দৌড়টা তবু দেশের রাজনৈতিক অবস্থা পর্যন্ত যেতে পারে। কিন্তু মেয়েদের ক্ষেত্রে তা আরও করুণ। এই দূরত্ব ক্রমশ বাড়িয়ে দিচ্ছে শহর আর গ্রামের শিক্ষার্থীদের সচেতনতার মাত্রা। যা আরও এককাঠি সহজতর করে তুলেছে এই নোট বই প্রীতি। রেশমা মোটামুটি সচ্ছল পরিবারের মেয়ে। দু'বছর পর মেয়ে স্কুল ফাইনাল দেবে বলে উৎকণ্ঠিত তার বাবা-মা। ফলে স্কুলের বাইরেও তার জন্য প্রাইভেট শিক্ষক রাখা হয়েছে। রেশমার মা মাহমুদা জানালেন, স্কুল থেকে বোর্ডের বই কেনার পর নির্দিষ্ট একটি কোম্পানির নোট বই কিনতে বলা হয়। এটা সবার জন্যই বাধ্যতামূলক। প্রায় হাজার খানেক টাকা খরচ হয় নোট বই কিনতে। এক জনের পিছনে এত টাকা খরচ করার সামর্থ্য গ্রামের ক'জন বাবা-মার থাকে? মাহমুদা নিজেও এক সময় এ স্কুলের ছাত্রী ছিলেন। তবে তখন নোট বই পড়ানোর এই রেওয়াজ ছিল না বলেই জানালেন তিনি। ক্লাস ফাইভে পড়ে সালাম সেও জানাল- "স্কুলেও নোট বই, বাড়ির মাস্টারও নোট বই দেখে পড়ায়, আসল বইগুলো আর ধরাই হয় না।" নবম শ্রেণীর ইংরেজী নোট বইয়ের পাতা উল্টে দেখা গেল ছাত্রছাত্রীদের জন্য যত রকমভাবে সম্ভব সহজ উপায় সেখানে দেয়া রয়েছে। প্রশ্নের উত্তর প্রথমে দেয়া হয়েছে ইংরেজীতে এর পর দেয়া হয়েছে তার বঙ্গানুবাদ এবং তারপর ঐ উত্তর ইংরেজী উচ্চারণে বাংলায় লেখা হয়েছে। এভাবে প্রত্যেকটি বিষয় লেখার ফলে বইয়ের আকৃতি দাঁড়িয়েছে বিশাল। এতে বিশাল বইটির দামও নির্ধারিত হয়েছে মূল পাঠ্যবইয়ের কয়েকগুণ বেশি। এ ছাড়া ভুল-ভ্রান্তি, অসংলগ্ন, অসমাপ্ত উত্তর তো রয়েছেই। যেগুলোকে যাচাই করে নেবার প্রয়োজন বা সাধ্য কাররই নেই। একমাত্র মুখস্থ করে ফেলা ছাড়া এ সব ছেলেমেয়ে তাদের দক্ষতা প্রমাণের এমন কোন সুযোগ পায় না। নোট বই সম্পর্কে এমনিতেই নানা রকম মতামত রয়েছে। নোট বইয়ের বিতর্ক এড়াতে এখন অনেক ক্ষেত্রে এর গাইড হিসাবে নতুন নামকরণও করা হয়েছে। তারপরও অনেকে একে সহায়ক গ্রন্থ হিসাবে থাকতে পারে বলে মত দেন। শহরের অনেক ছাত্রছাত্রী বলেছে নোট বই সামনে থাকলে প্রশ্নের উত্তরের ধরনটা বোঝা যায়। ফলে নিজেরা আমরা উত্তরটা সাজিয়ে নিতে পারি। ভাল স্কুলগুলোতে ক্লাসের লেকচারের ওপর প্রাধান্য দেয়া হয়। নিজস্ব নোট সরবরাহ করেন শিক্ষকরা। এ ছাড়া ছাত্রছাত্রীদের প্রচেষ্টাও থাকে সেটাকে আরও পরিমার্জিত করে নেয়ার। কিন্তু গ্রামের প্রেক্ষিতটা এ অবস্থা থেকে এত ভিন্ন যে, কল্পনা করা যায় না। নিজস্ব উদ্যোগ বা প্রচেষ্টা গড়ে নেবার প্রয়োজন সবার সহজাত হয় না। শিক্ষার্থীদের ভিতরে সূক্ষ্ম চেতনাকে জাগিয়ে তুলবার দায়িত্ব নিতে হয় শিক্ষককে। জ্ঞানের প্রদীপটি জ্বালিয়ে দেবার দায়িত্ব নিতে হয় তাঁকে। বিশেষ করে গ্রামে যেখানে পারিবারিকভাবে সাহায্যের সম্ভাবনা খুবই কম থাকে, সেখানে এই দায়িত্বটি আরও বেশি হবার কথা। কিন্তু যার পর নাই উদাসীনতার ফলে গ্রামের শিক্ষার্থীরা আক্রান্ত হচ্ছে নোট বইপ্রীতির ফাঁদে। যা ক্রমশ কমিয়ে আনছে তার চিন্তা-ভাবনার পরিধি।